মূর্ছনা

www.MurchOna.com
Archives of eBooks, Music & Videos
বইটি মূর্ছনা.com এর সৌজন্যে নির্মিত

suman_ahm@yahoo.com

সবুজ বনে আলো

চণ্ডী ভট্টাচার্য

এক যে ছিল বন। সেই বনের মধ্যে অন্যান্য পশুপাখিদের সঙ্গে বাস করত -- না, না, বাঘ না, সিংহও না। সজারু। তাও দু'জোড়া।

একটার নাম ঝিনকি। আরেকটার নাম রুপো। তৃতীয় ঘেঁটু। আর সবচেয়ে ছোট্ট যে -- মংকু।

প্রত্যেকের সঙ্গে প্রত্যেকের খুব ভাব। হবেই। চারজনেই এ-ওর প্রাণের বন্ধু যে!

দিন যায়, মাস যায়, চার বন্ধু --

খায় দায় আর খেলে বেড়ায়
ঝরনা-নদীর ধারে,
মনে ভাসায় খুশির ভেলা
রোজই বারে বারে।

একদিন হয়েছে কী, বনের মধ্যে ঘুরতে ঘুরতে ক্লান্ত হয়ে তারা চারজনে ঝরনায় গেছে জল খেতে ; ফিরে আসার পথে দেখে বড় একটা গাছের নীচে বসে ফুটফুটে একটা মেয়ে বড় করুণভাবে কাঁদছে। কত আর বয়স হবে তার, এই দেড়-দুই কি আড়াই।

দেখলে তাকে মনে হবে --
যেন ফুলের পরি,
কাছে ডেকে ভালবেসে
একটু আদর করি।

এমন মেয়ের কান্না কার বা সহ্য হয় ? কারই বা দেখে মায়া হয় না একটুও ?

ঝিনকিদেরও বেশ মায়া হল। -- আহা রে, কার বাচ্চা এভাবে কাঁদছে। ওইটুকু বাচ্চা এখানে এলই বা কী করে ? আশেপাশে তো কাউকে দেখা যাচ্ছে না। মেয়েটিকে কেউ কি রেখে গেছে এখানে ? ঝিনকিদের মনে একে একে অনেক প্রশ্নই জাগছে। মনে মনে সেসব প্রশ্নের উত্তরও খুঁজতে লাগল তারা।

কিন্তু কেউ-ই সাহস করে মেয়েটির কাছে এগিয়ে যেতে পারল না। কে জানে, খেলনা ভেবে তাদের কাউকে যদি মেয়েটি ধরে ফেলে ! অসম্ভব কিছু তো না।

দূরেই দাঁড়িয়ে রইল সে কারণে। এদিকে-ওদিকে তাকাতে গিয়ে চোখ গেল গাছটার দিকে ; সেই গাছটা যেটার নীচে বসে আছে মেয়েটি। গাছটার অনেক ডালপালা। তারই নীচের দিকের একটা ডালে বসে দুটো কাঠবেড়ালি তাকিয়ে আছে মেয়েটির দিকে।

ঝিনকি ভাবল, কী হয়েছে, মেয়েটি অমন করে কাঁদছেই বা কেন -- কাঠবেড়ালি দুটো জানলেও জানতে পরে। সে তাই হাঁক দিয়ে বলল, 'ও দিদিরা, কী হয়েছে গো ? জানো কিছু ? কাঁদছে কেন মেয়েটা ?'

সেই কাঠবেড়ালির একজনের নাম রুমনি, আরেকজনের তিতলি।

তার মধ্যে রুমনি আবার একটু বেশি চালাক-চতুর। সে বলল, 'কী জানি কী হয়েছে ! খিদে পেয়েছিল বলে খাবার খুঁজতে বেরিয়েছিলাম দুজনে। এখানে এসে দেখছি এই ব্যাপার। কাঁদছে তো কেঁদেই যাচ্ছে।'

'ওর বাবা-মা বোধহয় ওকে মেরেছে।' দু-পায়ে ভর দিয়ে খানিকটা উঁচু হয়ে বলল ঘেঁটু।

রুপো অবশ্য তার কথাটা একপ্রকার উড়িয়েই দিল, 'যাহ্, ওইটুকু মেয়েকে কোনও বাবা-মা কখনও মারতে পারে ? আর এই জঙ্গলে তার বাবা-মাকেই বা পাচ্ছ কোথায় ? কাছাকাছি তো মানুষের কোনও বসবাসই নেই ! আমার তো মনে হচ্ছে কোনও ভৌতিক ব্যাপার।'

'তার মানে মেয়েটা ভূত !' বলেই ভয়ে ভয়ে খানিকটা পিছিয়ে গেল মংকু।

ঘেঁটু বলল, 'মোটেই না। ভূত হলে তো পায়ের পাতা উল্টো দিকে থাকত। এর তো দেখছি সামনের দিকেই আছে। এ মানুষই।'

'তাই যদি হবে, ওইটুকু মেয়ে একা একা এই বনের মধ্যে এল কী করে শুনি ?' বলল রুপো।

সেটাই লাখ টাকার প্রশ্ন। মেয়েই এল কী করে এখানে ?

ঝিনকি খানিকটা ভেবে-টেবে নিয়ে বলল, 'আমার কী মনে হয় জানিস ? কেউ হয়তো ওকে চুরি করে এনে এই জঙ্গলে লুকিয়ে রেখে গেছে।'

তিতলি একটু বোকাসোকা হলে কী হবে, মাঝে মাঝে তার মাথা দিয়েও বুদ্ধি বেরিয়ে গাছ হয়। সে হঠাৎ বলে বসল, 'অত কথায় কাজ কী ? যাও না, কেউ গিয়ে থানায় খবরটা দিয়ে আসো না !'

ঠিক, ঠিক। এভাবে চুপচাপ দেখে যাওয়ার থেকে থানায় গিয়ে খবর দিয়ে আসাটা ঢের ভাল। দারোগাবাবু নিজে আসুন, এসে দেখে যান ব্যাপারটা, তারপর তিনি যা ভাল বোঝেন, তা-ই করবেন।

রুপো বলল, 'তা নিয়ে চিন্তা নেই। আমিই যাচ্ছি। দৌড়ে গিয়ে থানায় খবর দিয়ে আসছি।'

রুমনি এ সময়ে বলল, 'তোমাদের যাবার দরকার কী বাপু ? তোমাদের চেয়ে অনেক আগে আমি পৌঁছে যেতে পারব। তোমরা বরং এখানে থেকে মেয়েটাকে পাহারা দাও। তিতলি উপরে থাকুক আর তোমরা নীচে। আমি যাব আর আসব।

কথাটাতে সায় থাকলেও মাথা নাড়াল ঝিনকি, 'উহু। একা গিয়ে লাভ নেই। একার কথা দারোগাবাবু না-ও বিশ্বাস করতে পারেন। তার চেয়ে দুজনে যাওয়া ভাল।'

অতএব রুপো আর রুমনি থানায় চলল খবরটা পৌঁছে দেবে বলে।

জঙ্গলটা তো আর কলকাতার রেড রোড না যে সাঁ সাঁ করে গাড়ি-ছোটার মতো এগিয়ে যাওয়া যাবে ! তাছাড়া এ জঙ্গলে, বিশেষ করে এদিকে, মানুষ খুব একটা আসে না বলে তাদের পায়ে চলার মতো কোনও পথ তৈরি হয়নি।

তবুও যতটা তাড়াতাড়ি সম্ভব দৌড়াচ্ছিল রুপো। অন্যদিকে রুমনি গাছ থেকে গাছে লাফিয়ে লাফিয়ে চলেছে। মাঝে মাঝে একটু থেমে জিরিয়ে নিচ্ছে দুজনেই। তারপর আবার চলা।

বাঘমারির ঝিলের ধারে আসতেই ঘেঁটুর মায়ের সঙ্গে দেখা।

রুপোকে দেখতে পেয়ে ঘেঁটুর মা তো বলেই উঠল, 'এ কী রে রুপো, একলা একলা চললি কোথায় ?'

সংক্ষেপে যা বলার বলল রুপো। তারপর, 'আসছি মাসি' বলে বিদায় নিয়ে আবার দৌড় শুরু করল সে।

নদীর বাঁকটা যেখানে আধখানা চাঁদের আকার নিয়েছে, সেখানে গড়ে উঠেছে ঘন সবুজ একটা ঝোপ। এখানে বুনোবিড়ালের আস্তানা -- জানে রুপো। কিন্তু আজ মনের জোরে সব ভয় দূরে সরিয়ে ওই ঝোপের পাশ দিয়েই ছুটে চলল সে।

এ জঙ্গলের সবচেয়ে বড় অজগর সাপটা গত বছর যেখানটায় মরে পড়ে ছিল, সেখানে পৌঁছে রুমনি বলল, 'এবার একটু দাঁড়াও বাপু। আবার খানিকটা বিশ্রাম নিয়ে নিই। তা ছাড়া একটু যেন খিদে খিদেও পাচ্ছে। একটা ফল খেয়ে নিই, বুঝলে ? তারপর আবার যাওয়া যাবে।

খিদে খিদে পাচ্ছিল রুপোরও। সেও তাই প্রস্তাবটায় সায় না দিয়ে পারল না।

দুজনেই কিছুটা খাওয়া-দাওয়া সেরে, খানিকক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে চলল আবার থানার উদ্দেশে।

একসময় তারা পৌঁছেও গেল থানাতে।

থানাটা একটা ঝোপের মধ্যে। রাগী রাগী চেহারার মস্ত এক দাঁতাল শুয়োরই হলেন থানার দারোগাবাবু। তিনি আবার কোত্থেকে যেন কচু-মচু খেয়ে এসে ঝোপের মধ্যে ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে ঘুমোচ্ছিলেন। রুপো আর রুমনির ডাকে বাইরে বেরিয়ে এসে প্রথমে ঘটনাটা শুনে নিলেন, তারপর বললেন, 'হুম্। --
মনে আমার হচ্ছে ভারী 'সন্দ'
বনের ভেতর বাচ্চা মেয়ে !
পাচ্ছি যেন রহস্যেরই গন্ধ --।'

রুপো বলল, 'ভাবুন তাহলে আমাদের কী অবস্থা ! আমাদের তো দেখেই হয়ে গেছে। কী করব, কী করা উচিত কিছুই বুঝতে পারিনি। তাই তো এলাম আপনার কাছে। এখন আপনি ভাবুন কী করবেন, কী করা উচিত।'

দারোগাবাবু বললেন, 'রহস্যের যখন গন্ধ পেয়েছি, তখন নিশ্চয় যাব। এখনই যাব।' বলে কী কারণে যেন ঝোপের ভিতরে ঢুকে গিয়ে পরক্ষণেই বেরিয়ে এলেন, 'নাও। আমি তৈরি। চলো এবার।'

শুরু হল ফিরে চলা।

আগে মাটির রাস্তায় রুপো চলেছিল একা একা। এখন আর একা না, দোকা। কখনও সে আগে আগে আর, দারোগাবাবু পিছনে। কখনও সে পিছনে, আগে দারোগাবাবু।

কিছুদূর যাওয়ার পর রুমনিও গাছ ছেড়ে নীচে এসে যোগ দিল রুপোদের সঙ্গে।

দারোগাবাবু কখনও হাঁটছেন, কখনও দৌড়চ্ছেন। রুপো-রুমনিও সেভাবে তাল রাখছে। -- এভাবে যেতে যেতে এক জায়গায় এসেই হঠাৎই মুখে চাপা একটা 'ঘোঁৎ' শব্দ করে থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন দারোগাবাবু। বললেন, 'চুপ। কারা যেন আসছে।' বলেই নিজেকে লুকিয়ে ফেললেন মোটা একটা গাছের আড়ালে। তাঁর দেখাদেখি লুকিয়ে পড়ল রুপো-রুমনিও।

হ্যাঁ, সত্যিই আসছে কেউ বা কারা। শুকনো পাতা পায়ে মাড়ানোর শব্দ শোনা যাচ্ছে।

একটু পরে কথাও শোনা গেল। কোনও জন্তু-জানোয়ার নাম। মানুষ। তাও চারজন। একে একে দেখা গেল সবাইকেই। প্রত্যেকের মাথায় শুকনো কাঠের একটা করে বড় আকারের বোঝা। তাদের চোখের সামনে দিয়েই লোকগুলো উল্টো দিকের জঙ্গলে ঢুকে গেল।

রুপো বুঝল আর যাই হোক, ওই লোকগুলোর সঙ্গে মেয়েটির কোনও সম্পর্ক নেই।

অতএব আবার যাত্রা শুরু।

যেতে যেতে এক সময় তারা পৌঁছে গেল সেই গাছটার কাছে। তিতলি তো তাকিয়েই বসে ছিল রাস্তার দিকে। তাদের দেখতে পেয়েই আনন্দে চেঁচিয়ে উঠল, কিচ্ কিচ্ --।

ঘেঁটু, ঝিনকি আর মংকু তখন দৌড়ে চলে এল রুপোদের কাছে। খুশির ছটায় যেন চকচক করছে তাদের চোখ-মুখ।

'কি, কী ব্যাপার ?' জানতে চাইল রুপো।

মংকু কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল, তাকে থামিয়ে দিল ঝিনকি, 'উহু, আমরা কিছু

বলব না। যা দেখায় নিজেরা গিয়ে দ্যাখ।' বলে হাসতে লাগল মিটিমিটি।

রুপোরা তো কিছুই বুঝতে পারছে না। তাই ঝিনকির কথামতো এগিয়ে গেল গাছটার দিকে। গিয়েই হাঁ। ও কোন দৃশ্য ?

অদ্ভুতই একটা দৃশ্য যেন। মেয়েটিকে ঘিরে ধরেছে দশ-বারোটা বাঁদর। তাদের কেউ কেউ উকুন খুঁটছে এ-ওর গা থেকে, ডিগবাজি খাচ্ছে, কখনও বা মেয়েটির একটা পায়ে কিংবা হাতে আলতো করে টান দিয়ে ছুটে পালাবার ভান করছে। তাতে ভয় পাওয়া দূরে থাক, মেয়েটি বরং মজা পেয়ে হেসে উঠছে খিলখিল করে।

রুপো দেখল -- মেয়েটির খুশিতে যেন রাঙা হয়ে উঠেছে চারদিকও। সবুজ গাছগাছালিরা মাথা নেড়ে নেড়ে তাদের খুশিকে প্রকাশ করছে। ফুলগুলো হাসছে,

ঘাসেরা হাসছে ... । প্রজাপতির পাখনাতেও খুশির টিপ।

মনটা ভাল হয়ে গেল রুপোর। রুমনিরও তাই।

শুধু দারোগাবাবু সব দেখেশুনে মুখে একটা শব্দ করলেন, 'ঘোৎ -- ।' তারপর বললেন, 'খুশি হলাম। বাঁদরদের কাজে খুব খুশি হলাম। কিন্তু মুশকিল হল, সমস্যা এতেও মিটছে না। মেয়েটাকে ওর বাবা-মায়ের কাছে পৌঁছে দেওয়া দরকার। ও তো আর আমাদের মতো না যে এই জঙ্গলেই থেকে যাবে।'

সে কথা শুনে ঝিনকি বলল, 'ঠিক, ঠিক।'

তিতলিও বলল, 'ঠিক, ঠিক।'

মংকু শুধু বলল, 'ঠিক তো বটে ; কিন্তু মেয়েটাকে ওর বাবা-মায়ের কাছে কীভাবে পৌঁছে দেওয়া যাবে শুনি ? তাদের তো আমরা চিনিই না !'

ঠিক, সেটাও ঠিক।

উপায় বার করার জন্যে ভাবতে বসল সবাই।

অনেক ভেবেটেবে দারোগাবাবুই মুখ খুললেন প্রথমে, 'এক কাজ করা যেতে পারে, এমন ফুটফুটে মেয়েকে হারিয়ে বাবা-মা কী আর চুপচাপ আছে? নিশ্চয়ই খোঁজাখুঁজি, কান্নাকাটি করছে। তেমন কাউকে খুঁজে বার করলেই হল। তোমরা আর দেরি কোর না। যাও। এক একজন এক একদিকে বেরিয়ে যাও। যে করেই হোক ওর মা-বাবাকে খুঁজে বার করতেই হবে। এদিকে আমি মেয়েটার পাহারায় রইলাম।'

রুপোরা তো তারপর যে যেদিকে পারে বেরিয়ে পড়ল। যেতে যেতে এক জায়গায় এসে ঝিনকি দেখল, দুজন কাঠুরে কাঁধে কুড়ুল নিয়ে জঙ্গলের মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

অন্যদিকে নদীর ধারে পৌঁছে রুমনি দেখল এক জায়গায় একটা নৌকা বাঁধা আছে, কিন্তু ভিতরে কেউ নেই। এদিক-ওদিক তাকিয়েও কাউকে দেখতে পেল না সে।

রুপো আবার জঙ্গল ছাড়িয়ে একটু ফাঁকা মতো জায়গায় বসে থাকতে দেখল আগে দেখা সেই চার কাঠুরেকে।

কিন্তু ওরা কেউই যে মেয়েটির কেউ না, তিনজনই বুঝল তা।

মংকু চলেছিল পুবদিকে। ঘেঁটু আবার উত্তর-পশ্চিমে।

অন্যরা কখনও দৌড়াচ্ছিল, কখনও হাঁটছিল।

মংকুর কিন্তু সেই দৌড় দৌড় আর দৌড়। দৌড়তে দৌড়তে একসময় এ ক্লান্ত হয়ে গেল। বিশ্রাম আর না নিলেই নয়। খুব জল পিপাসাও পেয়েছে। সে কারণে জলা

থেকে জল খেয়ে এসে একটা গাছের নীচে খানিকক্ষণ বিশ্রাম নেওয়ার জন্যে বসে পড়ল সে।

মিনিট দুয়েক হয়েছে কি হয়নি। হঠাৎ -- 'বুবু, বুবু --উ-উ--।' দূর থেকে ভেসে এল মানুষের গলার স্বর। ডাকছে। কে যেন কাকে ডাকছে।

মংকু কান খাড়া করে শুনল একটা নয়, আলাদা আলাদাভাবে কয়েকটা গলার স্বর। তার মধ্যে মহিলার গলার স্বরও আছে।

ডাকগুলো ক্রমশ জোরালো হচ্ছে। তার মানে লোকগুলো এগোচ্ছে। এগিয়ে আসছে এদিকেই।

বেশ কৌতূহল হল ম÷কুর। কারা ওরা ? এ জঙ্গলে ডাকছে কাকে ? কেনই বা ডাকছে ? কেউ কি হারিয়ে গেছে ? 'বুবু' ওই মেয়েটার নাম নয় তো ? আশার আলোয় চকচক করে উঠল মংকুর চোখমুখ। বিশ্রাম ভুলে সে দৌড় দিল ডাকগুলো যেদিক দিয়ে আসছে সেদিকে।

গিয়ে দেখল আট-দশজন মেয়ে-পুরুষ জঙ্গলের ভিতর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে এদিকে-ওদিকে তাকিয়ে কাউকে খুঁজছে আর এক নাগাড়ে ডেকে চলেছে -- বুবু -- বুবু।

মংকু একটা ঝোপের আড়লে ঘাপটি মেরে থেকে দেখতে লাগল ওদের কান্ডকারখানা।

আরও খানিকটা এগিয়ে আসার পর ওই তো লোকগুলো থেমে গেল এবার।

একজন বলছে, 'নাহ্, এভাবে এই জঙ্গলে কাউকে কি খুঁজে পাওয়া যায় ?'

আরেকজন বলল, 'বুবু যদি শুনতে পেত বা কথা বলতে পারত, তাহলেও ভরসা ছিল। তা তো না। হাজার হাজারবার ডেকেও তো কিছু হবে না।'

শুনেই চমকে উঠল মংকু। মেয়েটি শুনতে পায় না, বলতে পারে না মানে ? তার মানে কি মেয়েটি বোবা আর কালা ? বুকটা টনটন করে উঠল তার।

একজন মহিলা এবার ডুকরে কেঁদে উঠল।

সঙ্গে সঙ্গে একটা লোকের ধমক, 'অ্যাই চুপ। একদম কাঁদবে না, একদম না। তোমার জন্যেই তো আজ এই অবস্থা।'

প্রথমজন থামাতে চাইল লোকটাকে, 'আহ্, অতীন ! ওকে বকচিস কেন ? ওর দোষ কোথায় ? জিপ থেকে বুবু যে নেমে পড়বে, শুধু ও কেন, আমরাও কি কেউ একটাবারও বুঝেছিলাম ?'

অতীন বলল, 'না জীবেশদা, তুমি জানো না ও কতটা কেয়ারলেস। নইলে মেয়েকে জিপে রেখে এদিক-ওদিক ঘুরতে যায় ! আগে জানলে পিকনিকেই আনতাম না ওকে।'

জীবেশ নামের লোকটা সান্ত্বনার ভঙ্গিতে বলল, 'যা হওয়ার তো হয়েই গেছে। এখন বুবুকে কীভাবে খুঁজে বার করা যায়, সেটাই ভাব সবাই মিলে।'

'পাওয়া যাবে না। আর পাওয়া যাবে না।' বলল অতীন।

সে কথা শুনে আবার ডুকরে কেঁদে উঠল বুবুর মা। আরেকজন মহিলা তাকে সান্ত্বনা দিচ্ছে। তবু কি আর কান্না থামে ?

বুবুর মায়ের কান্না দেখে মংকুরও চোখে জল এসে গেল। সে ভাবল, নাহ্, আর তো সহ্য যায় না ! কিছু একটা অবশ্যই করা দরকার। কিন্তু কী করা উচিত তার ? এবং কীভাবে ? সে তো আর মানুষের মতো কথা বলতে পারে না যে ওদের ডেকে বলবে, এই যে, তোমাদের মেয়ে কোথায় আছে তা বোধহয় আমি জানি। তোমরা আমার পিছনে পিছনে এসো। একটা মেয়েকে দেখাব। সেই মেয়ে তোমাদের বুবু হলেও হতে পারে।

অত কথা না বলে আরেকটা কাজও করা যায়। তাতে অবশ্য নিজেরই বিপদ হতে পারে।

সাত-পাঁচ ভেবে আর বিশেষ কোনও উপায় খুঁজে না পেয়ে মন থেকে বিপদের ভয়টা ঝেড়ে ফেলল সে। এগিয়ে গেল সামনের দিকে।

বুবুর মা একটু পরে দেখল খানিকটা খরগোশের মতো দেখতে ছোট্ট একটা জন্তু তার কাপড়ের এক কোণা কামড়ে ধরে টানাটানি করছে।

অন্য সময় হলে ভয়ে অবশ্যই আঁতকে উঠত, মেয়েকে হারিয়ে সেই ভয়ের ভাবনাটাও যেন চলে গেছে। বুবুর মা তাই কাপড়টা ছাড়িয়ে নেওয়ার চেষ্টা করল মাত্র। কিন্তু মংকু তো আর কাজ শেষ না হওয়ার আগে ছেড়ে দেওয়র জন্যে কাপড় কামড়ে ধরেনি।

এর মধ্যে আরেকজন মংকুকে দেখতে পেয়ে গেছে। সে চেঁচিয়ে উঠল, 'আরে, আরে, সজারু!'

এক মহিলা বলল, 'খবরদার তিয়াসা! সজারুর কাঁটা কিন্তু মারাত্মক। নোড়ো না,

একদম নোড়ো না।'

ছুটে এল আরও কয়েকজন।

কোত্থেকে একটা শুকনো গাছের ডাল জোগাড় করে এনে জন্তুটাকে মারবার জন্যে এগোচ্ছিল অতীন। তাকে থামিয়ে দিল জীবেশ।

'মারিস না অতীন। মারিস না। ওইটুকু তো জন্তু। এখনও পর্যন্ত ক্ষতিও তো কিছু করেনি। মেরে কী হবে? অতীনকে থামিয়ে নীচে হয়ে মংকুকে খানিকক্ষণ ভাল করে দেখার পর জীবেশ আবার বলল, 'সজারুটা কি কিছু বলতে চাইছে রে? নইলে দ্যাখ,

কামড়াচ্ছে না বা কাঁটাও মারছে না। শুধু কাপড় কামড়ে টানছে।'

এবার ঝুঁকে এল আরও অনেকে। কারও কারও চোখে-মুখে অবিশ্বাস।

জীবেশের অবশ্য তা চোখ এড়াল না। সে তাই না বলে পারল না, তোমাদের কাছে অসম্ভব মনে হতে পারে। আমার কিন্তু মনে হচ্ছে, আমাদের কোথাও নিয়ে যেতে চাইছে এ।'

তার কথা শেষ হতেই মংকু বুবুর মায়ের কাপড় ছেড়ে দিয়ে একটু এগিয়ে গেল। গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে তাকাল পিছন দিকে। তার মানে তাকে অনুসরণ করার ইঙ্গিতও দিচ্ছে সে। -- বুঝতে পারল জীবেশ। বুঝল অতীনও।

দেখাই যাক কী হয় -- এই ভাব নিয়ে শেষ পর্যন্ত মংকুর পিছনে পিছনে চলল সবাই।

কাছাকাছি পৌঁছে সে এক কান্ড।

দূর থেকে মেয়েটিকে দেখতে পেয়েই সবাই একসঙ্গে 'ওই তো বুবু' বলে হই হই করে উঠল। সেই সঙ্গে দৌড় লাগাল সামনের দিকে।

বাঁদরগুলো তাতে ভয় পেয়ে লাফিয়ে উঠে পড়ল আশেপাশের গাছগুলোতে।

দারোগাবাবুও উপস্থিত বুদ্ধি খাটিয়ে ঝোপের মধ্যে নিজেকে আড়াল করলেন।

বুবুর বাবা অতীনই আগে কোলে তুলে নিল মেয়েকে। তার কাছ থেকে মেয়ে মায়ের কোলে।

ফিরে পাওয়ার আনন্দে মায়ের চোখে জল। বাবার চোখেও তাই।

বাবা-মায়ের আদরে আদরে ভরে যাচ্ছে বুবুর চোখ-মুখ-কপাল। সবার মুখে হাসি।

বুবুও হাসছে।

মংকু দেখল ঝিনকি-ঘেঁটু-রুপো-রুমনিরা ফিরে এসেছে। দূরে দাঁড়িয়ে দেখছে ওই মিলন দৃশ্য।'

দারোগাবাবুও ঝোপ থেকে বেরিয়ে এসে তাকিয়ে আছেন সেদিকেই।

একটু পরে লোকগুলো ফিরে চলল যেদিক থেকে এসেছিল সেদিকে।

মংকুর কথা বোধহয় মনে ছিল না কারোর। বুবুর মায়েরও না। খানিকটা দূর যাওয়ার পর মনে পড়তেই পিছনে ফিরে আড়ালে হারিয়ে যাওয়া মংকু ও তার সঙ্গীসাথীদের প্রতি হাত নাড়াল বুবুর মা।

মায়ের দেখাদেখি বুবুও হাসি হাসি মুখে হাত নেড়ে দিল -- টা-টা-টা-টা--।

❖ সমাপ্ত ❖

|| মূর্ছনার সৌজন্যে নির্মিত || ই-বুক ||

For More Books & Music Visit www.MurchOna.com
MurchOna Forum : http://www.murchona.com/forum
Suman_ahm@yahoo.com